করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ও সচেতনতা সংক্রান্ত
সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: শেখ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), সমাজসেবা অধিদফতর

স্থান: পদ্মা হল (১০ম তলা), সমাজসেবা অধিদফতর।

তারিখ: ২২ মার্চ ২০২০

সময়: বেলা ১১.০০ টা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ (পরিশিষ্ট-ক)।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

অত:পর নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়-

(ক) আলোচ্যসুচি: করোনা ভাইরাস সম্পর্কে পরিচিতিমূলক আলোচনা ও প্রস্তুতি

করোনা ভাইরাস এর পরিচিতি, লক্ষণসমূহ, সংক্রমণের মাধ্যম, প্রতিরোধের উপায় এবং বর্তমান বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিস্থিতি, ও সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি করোনা ভাইরাসের মতো জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন এবং গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে করোনা সংক্রমনে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, আক্রান্ত হলে তথ্য গোপন না করা এবং প্রযোজ্য হলে কোয়ারেন্টাইন এর নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের জন্য আহবান জানান।

সিদ্ধান্ত:

ক.(১) জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত আগামী ৩১ শে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সকল অভ্যন্তরীণ সভা,সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিহার করতে হবে।

ক.(২) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিট অফিসে কর্মরত অফিস সহায়ক, দৈনিক কর্মচারী, লিফট অপারেটর,কুক এবং পরিচ্ছনতাকর্মীদের করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করতে হবে এবং হ্যান্ড গ্লোভস ও মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।

ক.(৩) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিট অফিসের লিফট,সিঁড়ির রেলিং,দরজা,আসবাবপত্র এবং নিয়মিত স্পর্শ করা হয় এমন সকল জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দ্বারা নিয়মিত পরিছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক.(৪) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল অফিসের প্রবেশ পথে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঢাকনাযুক্ত ময়লার বিন স্থাপন করতে হবে।

ক.(৫) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়ে করোনার সংক্রমণরোধে প্রবেশপথে সেবাগ্রহীতা, সেবাপ্রত্যাশী ও দর্শনার্থী ব্যক্তিদের দৈহিক তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ০২ টি Temparature Gun ক্রয় করতে হবে এবং এর ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ক.(৬) সমাজ মাঠ পর্যায়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়টি মনিটরিং এর জন্য পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) কে আহবায়ক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত মনিটরিং সেল গঠন করা হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর।

(খ) আলোচ্যসুচি: করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জাতীয় দুর্যোগে রূপান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মাঠপর্যায়ে উন্মুক্ত ভাতা বাছাই কার্যক্রম, ব্যাংকে ভাতাভোগীদের অর্থ পরিশোধ এবং মাঠ পর্যায়ের ইউনিট অফিসসমূহের করণীয় সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

খ.(১) করোনা পরিস্থিতির কারণে মাঠপর্যায়ের সকল ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে।

খ.(২) স্থানীয় পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদফতরের সুবিধাভোগীদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ.(৩) পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত ভাতা বাছাই কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে।

খ.(৪) ব্যাংক হতে ভাতার অর্থ বিতরনের সময় জনসমাগম পরিহারের লক্ষ্যে ০১ দিনের পরিবর্তে ২/৩ দিনে ভাতার অর্থ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকে পত্র প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদফতর।

(গ) সমাজসেবা অধিদফতরের আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ

আলোচনা: সভাপতি জানান যে, বিভিন্ন আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অবস্থানরত নিবাসীদের সার্বিক সুরক্ষা বিধান করা প্রাতিষ্ঠানিক অভিভাবক হিসেবে সমাজসেবা অধিদফতরের নৈতিক এবং আইনগত দায়িত্ব। সভায় সমাজসেবা অধিদফতরের সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে (সরকারি শিশু পরিবার,দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমুহ এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ) অবস্থানরত নিবাসীদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রস্তুতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

গ.(১) সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, ডে-কেয়ার সেন্টার, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান করবেন।

গ.(২) সমাজসেবা অধিদফতর অধীন নিবাসী রয়েছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানে (সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, ডে-কেয়ার সেন্টার, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি) আগামী ৩১ শে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অভিভাবকের সাথে সকল নিবাসীদের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ.(৩) আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবাসীদের অভ্যন্তরীণ পাঠদান কার্যক্রম সীমিত আকারে পরিচালনা করতে হবে।

গ.(৪) আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবাসীদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ.**(৫)** সকল শিশু পরিবারে ন্যূনতম ১টি কক্ষে কোয়ারেন্টাইন রুম স্থাপন করতে হবে এবং কোন শিশুর জ্বর, সর্দি, কাশি হলে তাকে আলাদা করে রাখতে হবে।

গ.(৬) সকল নিবাসীকে বিদ্যমান বাজেটের মধ্যেই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নিয়মিত সিভিট (ভিটামিন-সি যুক্ত ট্যাবলেট) এবং কুসুমগরম পানিতে লেবু মিশিয়ে পান করাতে হবে।

গ.(৭) সকল নিবাসীকে শিশু পরিবারে সরবরাহকৃত পচনশীল ও অপচনশীল মালামাল এবং বাহির থেকে আগত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ.(৮) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে প্রেরিত সকল নতুন নিবাসীকে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে প্রেরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে একটি পৃথক কক্ষে কোয়ারেন্টাইন রুম স্থাপন করতে হবে।

গ.(৯) সকল ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানায় নিবাসী শিশুদের সুরক্ষায় ০১ টি পৃথক কক্ষে কোয়ারেন্টাইন রুম স্থাপন করতে হবে এবং নিবাসীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদফতর।